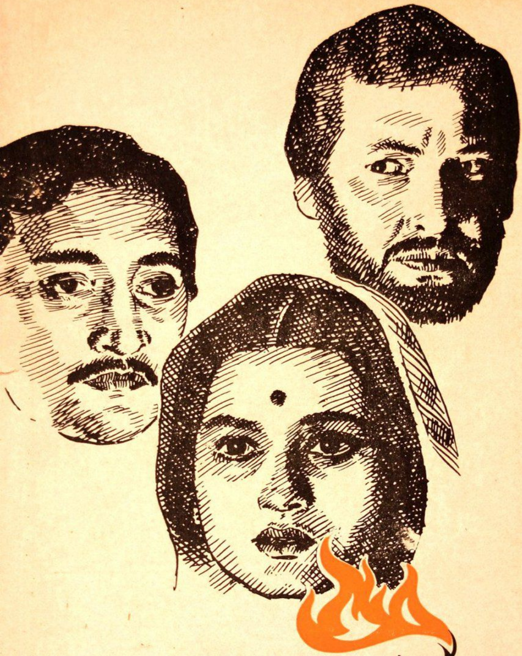

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রচিত উপন্যাস অবলম্বনে
সত্যজিৎ রায়ের ছবি

ঘরে-বাইরে

রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাস অবলম্বনে

ঘরে-বাইরে

চিত্রনাট্য/সংগীত/পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়

গান
কিশোরকুমার

ক্যামেরা
সৌমেন্দু রায়

শিল্প নির্দেশক
অশোক বোস

সম্পাদক
দুলাল দত্ত

শব্দগ্রহণ
রবীন সেনগুপ্ত

অতিরিক্ত শব্দগ্রহণ
জ্যোতি চ্যাটার্জি
অনুপ মুখোপাধ্যায়

মেক-আপ
অনন্ত দাশ

প্রধান কর্মসচিব
অনিল চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা
ভানু ঘোষ

স্থিরচিত্র
নিমাই ঘোষ
হীরক সেন
সাত্তাকী

আবহসংগীত
রেকর্ডিং
সুশান্ত ব্যানার্জি

রিরেকর্ডিং
মঙ্গেশ দেশাই

প্রচার
সুকুমার ঘোষ

অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ
ইন্দ্রপুরী স্টুডিও

ইস্টম্যানকালার
জেমিনি কালার
ল্যাবরেটরিজ

সহকারীবৃন্দ

পরিচালক
রমেশ সেন
শান্তি চ্যাটার্জি
সুব্রত লাহিড়ী

বিশেষ সহকারী
সন্দীপ রায়

সংগীত
অলোক দে

ক্যামেরা
অনিল ঘোষ
বরুণ রাহা
পরিতোষ কর্মকার
সুনির্মল মজুমদার

আলোকসম্পাতে
সহায়তা
দিলীপ ব্যানার্জি

শিল্পনির্দেশক
সুনীল সরকার
ভোলা পালিত

সম্পাদনা
কাশীনাথ বোস

মেক-আপ
বিশু দাস
সৌমেন ব্যানার্জি

শব্দগ্রহণ
অসীম শুর

সাজসজ্জা
হারু দাশ
বাবলু দাশ

ব্যবস্থাপনা
বলাই আঢ্য
ত্রৈলোক্য দাশ
গোরা ছেত্রী

প্রযোজনা
ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভালপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

ছায়াবাণী পরিবেশনা

অভিনয়ে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (সন্দীপ) • ভিক্টর ব্যানার্জি • (নিখিলেশ) • স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় (বিমলা) • গোপা আইচ (বৌঠান) • জেনিফার কাপুর (মিস গিল্‌বি) • মনোজ মিত্র (মাস্টারমশাই) • ইন্দ্রপ্রমিত রায় (অমূল্য) বিমল চট্টোপাধ্যায় (নায়েব)

এবং

সুনীল সরকার • তিনু ঘোষ • বিভূতি নন্দী • হারাধন বোস • সুবল দাশ শশাঙ্ক ভট্টাচার্য • রসিক ব্যানার্জি • গোবিন্দ চক্রবর্তী • সোমনাথ মজুমদার রামবালক পাণ্ডে • সুনন্দিতা ঘোষ • মালতী বোল • নারায়ণ দত্ত • শেখর দাশ দেবনাথ বোস • অরূপ পাল চৌধুরী

গান

১

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান!
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান॥
চিরদিন টানবে পিছে,
চিরদিন রাখবে নীচে—
এত বল নাইরে তোমার,
সবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘেরো
আছে বল দুর্বলেরও,
হওনা যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই
ডুববে তরীখান॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

চল্‌রে চল্ সবে ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে, পৌরুষ গর্বে,
সাধরে সাধ সবে দেশের কল্যাণ!

কথা ও সুর : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

বুঝতে নারি নারী কি চায়
কি চায় গো।
মাঝখানে ছেদ কইতে কথা
চাইতে চাইতে মুদে পাতা
হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে
আসতে কাছে ফিরে যায়।

কথা : অক্ষয় কুমার বড়াল
সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাহিনী

১৯০৮ সাল। ১৯০৫-এ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের জের চলেছে এখনো। পূর্ববঙ্গের শুকসায়র গ্রামের জমিদার নিখিলেশ চৌধুরীর বাড়িতে অতিথি হয়ে আসে তার বন্ধু স্বদেশী নেতা সন্দীপ। নিখিলেশ কার্জনের রীতির বিরোধী হলেও স্বদেশীকে সে সম্পূর্ণ সমর্থন করেনা, কারণ তার বিশ্বাস বয়কট নীতি গরীবদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই নিয়ে দুই বন্ধুতে তর্ক হয়।

নিখিলেশের অনেকদিনের শখ তার স্ত্রী বিমলাকে বাইরে বার করে, তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। সে বলে, 'তুমি কেমন লোককে বিয়ে করেছ সেটা তুমি বুঝবে কি করে যদি না অন্য পুরুষের সঙ্গে আমার তুলনা কর?'

বিমলা এতদিন তার স্বামীর প্রস্তাবে কান দেয়নি। এবার সন্দীপের বক্তৃতা শুনে সে সন্দীপের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

সন্দীপের ব্যক্তিত্ব বিমলাকে মুগ্ধ করে। সন্দীপও বিমলার প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং নিখিলেশের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে শুকসায়র থেকেই তার আন্দোলন চালাতে থাকে।

নিখিলেশ ক্রমে বুঝতে পারে যে

সে তার স্ত্রীর ভালোবাসা হারাতে বসেছে। এটাও সে বোঝে, যে বিমলা যার প্রতি আসক্ত সে প্রকৃত দেশপ্রেমিক নয়; সন্দীপ যা করছে সেটা অনেকটাই বিলাসিতা।

নিখিলেশ অপেক্ষা করে কবে বিমলা সন্দীপের আসল রূপ বুঝতে পেরে আবার তার স্বামীর কাছে ফিরে আসবে।

সেটা শেষ পর্যন্ত ঘটে, এবং নিখিলেশও বিমলাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে, কিন্তু ততদিনে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা লেগে গেছে। সন্দীপ পলায়নের পন্থা অবলম্বন করে। নিখিলেশ বিমলার কাছে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ে দাঙ্গারঅবস্থা দেখতে...

National Film Development Corporation of India

presents

GHARE-BAIRE

The Home and the World

a film by Satyajit Ray
from the novel by Rabindranath Tagore

distributor : Chhayabani

In 1905, pursuing the colonial policy of Divide and Rule, the Viceroy of India, Lord Curzon, proposes splitting up Bengal into two separate administrative units.

Curzon's policy is violently opposed by a large section of the middleclass intelligentsia, giving rise to widespread terrorist activity and boycott of British goods. SANDIP MUKHERJI, a leader of this political movement, comes to Suksayar, the country estate of his friend NIKHIL CHOUDHURY, to spread his gospel.

Nikhil, a man of modern, liberal views, is keen that his wife BIMALA should come out of orthodox seclusion and mix with his friends. Bimala has opposed this for a long time, but agrees at last to meet Sandip.

Bimala is swept off her feet by Sandip's charisma and lively charm, which contrast so strongly with her husband's calm sobriety.

Sandip, too, is attracted to Bimala and decides to make Suksayar his centre of political activity, staying as a guest in Nikhil's house. Although Nikhil is a stern critic of Curzon's policy, he believes that the boycott movement can only harm the poor people, since there are no adequate Indian substitutes for the foreign goods which are being boycotted.

Sandip carries on his political activities in defiance of Nikhil's views, while Bimala's emotional involvement grows deeper by the day.

Nikhil realises that his wife has fallen in love with Sandip, and the political situation is becoming more and more tense. He can force Sandip to leave —in fact, he knows that Sandip is less a true patriot than a man driven by the lust for power—but he realises that it wouldn't bring him closer to his wife who has yet to see through Sandip's facade.

Only at the last moment does Bimala realise that her infatuation has been with a man whose only concern is for self-glorification. She rejects Sandip and goes back to her husband who forgives her

But it is too late. Communal riot has broken out. Sandip runs away to safety. Nikhil rides off into the night to face the hostile mob...